তারিখ ... 26 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৩...

সংবাদ

ঢাবি সোচ্চার

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গড়তে হবে গণপ্রতিরোধ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সব আন্দোলন সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবার সোচ্চার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ঢাবি পরিবার।

গতকাল সব ধরনের জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে ঢাবির মানববন্ধনে অংশ নিয়ে এ আহ্বান জানান তারা। জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'প্রিয় বাংলাদেশ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও' ব্যানারে বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ঢাবি ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে যান শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা একদিকে শাহবাগ থেকে টিএসটি হয়ে চানখাঁরপুল মোড় অন্যদিকে নীলক্ষেত থেকে শুরু করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত অবস্থান নেয়। প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা এ মানববন্ধনে অংশ নেন। তাদের হাতে জাতীয় পতাকা ও বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। কণ্ঠে ধর্মের নামে উগ্রবাদীদের রুখতে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রত্যয়। উপাচার্য ভবনের সামনে সমাবেশ করেন শিক্ষকরা। ঢাবি উপাচার্য আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমরা হয়তো প্রতিদিন মানববন্ধনে মিলিত হব না, কিন্তু প্রতিদিন ঐক্যবদ্ধ থাকি, যেন কোথাও সন্ত্রাসী-জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিতে না পারে। এজন্য আমরা শুরু করি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমাদের ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ : ৩

ঢাবি : সোচ্চার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাস থেকে, এখানে যদি কাউকে পাওয়া যায়..যারা নিষিদ্ধ জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের হয়ে কাজ করেছে, তাদের প্ররোচনা প্ররোচিত করছে, সেক্ষেত্রে আমাদের একাডেমিক ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন খুবই শক্ত। তাৎক্ষণিক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্মৃতি চিরন্তনের সামনে উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমরা কখনো জঙ্গিবাদকে মেনে নেইনি, নেব না। এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। আজ আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছি, এখন থেকে সারাদেশে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। গুলশান হামলার প্রসঙ্গ টেনে উপাচার্য বলেন; গুলশানের ওই হোটেলে সেদিন ইতালি, জাপান, ভারতীয় নাগরিকরা গিয়েছিল নৈশভোজের জন্য। কিন্তু সেখানে তাদের খাবারের টেবিলে হত্যা করা হয়েছে। এর চেয়ে নৃশংস, এর চেয়ে জঘন্য ঘটনা আর কী হতে পারে? যে বাঙালি জাতি অতিথিপরায়ণ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত, সেই দেশে বিদেশিরা এসে হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে এটা মেনে নেয়া যায় না। এ ধরনের তৎপরতা রুখতে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা, জনসচেতনতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।